দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ : JUL 22 2006
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ...৩...

চলমান শিক্ষক আন্দোলন কতটা যুক্তিযুক্ত

এ কে এম. শা হা বু দ্দি ন জ হ র

াতি ১৯ জুলাই দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার আদিগন্ত বিভাগে শিক্ষক নেতা শাহজাহান আলম শাজু রচিত 'শিক্ষকদের ক্লাসরুমে ফিরিয়ে আনা হোক' শিরোনামে একটি লেখা শিত হয়েছে। একজন শিক্ষক হিসেবে লেখাটির একটি ব দেয়া জরুরী মনে করছি বলেই এ লেখার অবতারণা। লাই থেকে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের ডাকে দেশের ২৫ র বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি াপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা স্থবির গেছে। শিক্ষকরা মহাসমাবেশ ও গণঅনশনের মতো র কর্মসূচীতে যাওয়ার ব্যাপারেও সরকারকে টমেটাম দিয়েছে। ১০ দফা দাবী আদায়ের জন্য এ দালনের দাবীগুলোর মধ্যে রয়েছে ১০০ ভাগ সরকার ফ বেতন, পূর্ণাঙ্গ ২টি বোনাস, চাকরি জাতীয়করণ, ৪৫ বাড়ী ভাড়া প্রদান, নতুন স্কেলে ইনক্রিমেন্ট, জাতীয় দের ৫০টি আসন শিক্ষকদের জন্য সংরক্ষণ, কেল, টিফিন, পাহাড়ী ভাতা প্রদান, মাধ্যমিক শিক্ষা দপ্তরের স্থায়ী সেটআপ, জনবল কাঠামো হালনাগাদ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমপিওভুক্তি, ারীদের চাকরিবিধি প্রণয়ন, বয়সসীমা ৬৫ বছর নির্ধারণ এবং ১৯৯৬-এর জানুয়ারী মাস থেকে অবসরে য়ার শিক্ষকদের অবসর ভাতা প্রদান প্রভৃতি।

র সম্পদ সীমাবদ্ধ। সরকারের আর্থিক ক্ষমতাও ন্য। এই দুর্বল অর্থনীতি দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিরাজমান আকাশচুম্বী সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। শে শিক্ষকরা যেমন দুরবস্থাপূর্ণ জীবনযাপন করছে, নি বা তার চেয়েও বেশী দুর্দশাগ্রস্ত গার্মেন্টসসহ দেশের কারখানার শ্রমিকরা, ভূমিহীন বা নগদ অর্থহীন রা। এ দেশে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে মহিলারা। ড়াও দেশে রয়েছে কোটি কোটি শিক্ষিত ও অশিক্ষিত র। আছে লাখ লাখ প্রতিবন্ধী। চিকিৎসার অভাবে লে হারিয়ে যাচ্ছে কত হাসিমাখা মুখ। মাদকের হান শিখা গ্রাস করছে কত সোনালী জীবন। এ বিপুল ্যার পুরোপুরি সমাধান বাংলাদেশ কেন, পৃথিবীর য়ে সম্পদশালী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পক্ষেও সম্ভব তারপরও বর্তমান সরকার শিক্ষকদের অনেক কিছু ছে। শিক্ষকরা ১০% বেতন বৃদ্ধির দাবী তুলেছে। দাবী ছাড়াই সরকার মাত্র বছরখানেক আগে ষষ্ঠ য় বেতন স্কেলে শিক্ষকদের বেতন ৫০ শতাংশেরও বৃদ্ধি করে দিয়েছে। সরকার তাদের মূল বেতনের ২৫ শে এবং কর্মচারীদের মূল বেতনের ৫০ শতাংশ হারে উৎসব ভাতা দিয়েছে যা ইতিপূর্বে কোন সরকারই নি। শিক্ষকদের কল্যাণ ভাতা ছিল না। সরকার তাদের কল্যাণ ভাতার ব্যবস্থা করেছে। প্রতিটি শিক্ষকই অবসরে গিয়ে পাচ্ছেন বিরাট অংকের অবসর ভাতা। শিক্ষকরা আর অশ্রুসজল চোখে শূন্য হাতে নয়, মুখে গোল্ডেন শেক করে ছাড়েন শিক্ষাঙ্গন। কয়েক পূর্বেও শিক্ষকদের নকল ধরায় নয়, নকলে সহায়তা

পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করেন নির্বিঘ্নে। ইতিপূর্বে শিক্ষকরা বেতন পেতেন নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দুই বা তিন মাস পর। এখন মাস শেষের ১ম সপ্তাহেই পেয়ে যান বেতনের টাকা। ইতিপূর্বে নতুন শিক্ষক নিয়োগ গভর্নিং বডির মাধ্যমে হতো বলে বিরাজ করছিল চরম দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ এবং স্বেচ্ছাচারিতা, এখন শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় সে অরাজকতা বহুলাংশে অবসান হয়েছে।

শিক্ষকরা জাতীয়করণের দাবী তুলছেন। অথচ যুগের বাস্তব পরিস্থিতি বিরাষ্ট্রীয়করণের পক্ষে। জাতীয়করণের কাল সাপের হিংস্র ছোবলে পড়েই বাংলাদেশের শিল্প, ব্যাংক, বীমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধস নেমে জাতি হয়ে পড়েছিল তলাশূন্য ঝুড়ির দেশ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ধকল আজও পোহাচ্ছে দেশ ও দেশবাসী। শিক্ষকরা একদিকে জাতীয়করণ হয়ে সরকারী কর্মকর্তা হতে চান, অন্যদিকে জাতীয় সংসদের ৫০টি সিট

না। তারা একই বিষয় শিক্ষা দেন বলে সরকারী শিক্ষকদের সমান সুযোগ চান। সব ডাক্তারই একই ধরনের রোগী দেখেন, কিন্তু সকল ডাক্তারের ফি সমান হয় না। প্রফেসর ডাক্তার, এমবিবিএস ডাক্তার এবং এলএমএফ ডাক্তারের ভিজিট এক হতে পারে না। একজন শিক্ষক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢোকেন উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা জেনে এবং সমানুপাতিক যোগ্যতা নিয়ে, সরকারী শিক্ষকদের সমান সুযোগ-সুবিধার জন্য ও সমান যোগ্যতা নিয়ে নয়। একইভাবে যারা বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিতে প্রবেশ করে আর যারা অন্য কোন চাকরি না পেয়ে বা অন্য কোন চাকরি পাবার যোগ্যতা না থাকার ফলে ডোনেশন দিয়ে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হন তাদের বেতন কি এক হওয়া উচিত? তারা বলেন, আমরা একই পড়া পড়াই। কথাটি ঠিক তবে প্রশ্ন রয়েছে। ফার্স্টক্লাসপ্রাপ্ত শিক্ষক আর থার্ডক্লাসপ্রাপ্ত শিক্ষক কি

প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সরকারী উদ্যোগের বিরু চিকিৎসা ধর্মঘট করায় রোগীর মৃত্যু ঘটার ফলে তী সমালোচনা করতে দেখেছিলাম। কিন্তু এখন তা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে যা করছেন কতটা মানবিক সে প্র ওঠে মনে।

সরকারের সীমিত আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা ক শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া হওয়া উচিত অন্যান্য মানবি বিষয়ের ওপর। বর্তমানে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষকদে প্রমোশন হয় না। তাদের যত জ্ঞান বা শিক্ষাদানে সক্ষমতাই থাক না কেন, তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিবর্ত করতে পারে না। এমপিওভুক্ত এসব শিক্ষকদের প্রতি ক্লা বা ডিভিশনজনিত কারণে বৈষম্য দূর করার জন্য দা উত্থাপন করা হোক। পূর্বে বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠা পরিচালিত হতো প্রশাসনের মাধ্যমে। বিগত সরকারে আমল থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষকদের দণ্ডমুণ্ডের ক জনপ্রতিনিধি বা সংসদ সদস্য হওয়ায় শিক্ষকরা রাজনৈতি ভিন্নমত, বখশিসদানে অপারগতা, আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠজন হ না পারায় নানাভাবে হচ্ছে নিগৃহীত ও নাজেহাল দলীয়করণের ভিত্তিতে গঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচাল কমিটি অর্ধশিক্ষিত হওয়ায় তারা শিক্ষার মান উন্নয়নে সঠি ও বাস্তবসম্মত চিন্তা করতে অপারগ হয়। এরা প্রায়ই হ গ্রাম্য টাউট এবং শহরের গডফাদারদের ঘনিষ্ঠজন সরকারী কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা না থাকা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ লুটপাট করাই হয় তাদে জবাবদিহিতা। এরা কারণে-অকারণে শিক্ষকদের হুমকি ধামকি ও চাকরিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে থাকে। কখনো কখনে জোর করে নিরীহ শিক্ষকদের পদত্যাগ করিয়ে নেয়। রাহুর গ্রাস থেকে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য শিক্ষকদের আন্দোলন করা উচিত। কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্টসংখ্যক পরীক্ষার্থী পাস করতে না পারলে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনুদান বন্ধ হওয়ার নিয়ম একটি অন্যায় বিধি। এ কালো আইনেরও অবসান দরকার শিক্ষক আন্দোলনের আশু অবসানের জন্য সরকার শিক্ষক নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসতে হবে। কালবিলম্ব ন করে উভয় পক্ষকে একটি সমঝোতায় উপনীত হয়ে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মসূচী প্রত্যাহার করতে হবে। আমর আমাদের অবহেলা, দায়িত্বহীনতা ও স্বার্থপরতার যুপকাে বলি দিতে পারি না কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ভাগ্যকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পূর্ব মুহূর্তে এ আন্দোলন এব কিছু শিক্ষক নেতার ভোট বিষয়ে বক্তব্য রাখায় এ আন্দোল যেন রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে। দেশে কিছুসংখ্যক লোক আছে যারা আন্দোলনের নামে দেশে সর্বনাশ সাধনে মরিয়া। শিক্ষকরা যেন তাদের হাতে